শ্রীমুখে

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

(ইং মে, ১৯৮৪, ডেট্রয়েট শহর, আমেরিকা। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ হিন্দিতে ভগবৎ লাভের সবথেকে সহজ উপায় বলছেন — তা বাংলায় অনুদিত হলো।)

... আমরা বিষয়ের মধ্যে আনন্দ খুঁজছি। ভাবছি ধন পেলে শান্তি হবে, শরীরের সুস্থতা নেই, সেটা পেলে শান্তি হবে। কিন্তু তা আর হয় না। এইগুলিকে বলে ত্রিতাপ — আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। সবথেকে পরম পুরষার্থ হলো এই তিন তাপের থেকে নিবৃত্তি। এই তাপের থেকে নিবৃত্তি কেমন করে হবে? ভগবৎ-আস্থায় থেকে হবে। ভগবান বলেছেন,

"সর্বধর্মাং পরিত্যজ্য মাম একং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

এইজন্য আরও বলা আছে ঃ

তেরা সাঁই তুজমে যো ঝোঁপড়ি তেরা বাস
কস্তুরি কা মিরগ্ যো ফির্‌ফির্ ছুড়ে ঘাস
যা কারণ জগ্ ঢুঁড়িয়া তা তো ঘটই সাঁহি
পর্দা দিয়া ভরম্ কি তাতো সুঁঝে নাহি।।

মায়ার এমনই এক পর্দা ভগবান লাগিয়ে দিয়েছেন, যে সবথেকে নিকট হয়েও মনে হয় তিনি সবথেকে দূরে। তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন At Every Step of Our Life (আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে)। তাঁর সহায়তা বিনা জগতে বাঁচতে পর্য্যন্ত পারা যায় না। We are Living in His Existence (আমরা সকলে তাঁর অস্তিত্বেই বিরাজ করছি)। যেমন সূর্য্যের আলো। আমাদের জীবনের Principle-কে (মূলসূত্রকে) জাগিয়ে তোলে; তাই সূর্য্যও ভগবানের প্রতীক। সূর্য্য থেকে আমরা প্রাণের স্পন্দন পাই, প্রাণসত্তা পাই। Life (প্রাণ) যদি না থাকতো তাহলে আমরা বাঁচতেই পারতাম না। সেইজন্য সূর্য্য Life-এর Principle (মূলসূত্র)। সেইজন্য শ্রীভাগবতে বলেছেন, "প্রাণাস্তস্মৈ নমো নমঃ।"

ধ্রুব যখন ভগবানের তপস্যা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং ভগবান দর্শন দিয়েছিলেন, তখন তিনি অনুভব করলেন যে — হে ভগবান, তুমি এতো কাছে ছিলে, প্রত্যেক শ্বাসে আমায় রক্ষা করে এসেছো, কিন্তু আমি তোমায় ভুলে গিয়েছিলাম .... এতো তপস্যা করে তোমার দর্শন লাভ করতে হলো। তাই যখন ভগবান এলেন, বললেন, "প্রাণান্ ভগবান নমো নমঃ — হে প্রাণরূপি ভগবান, তোমাকে প্রণাম করি।" যা কারণ যব ঢুঁড়িয়া, তা তো ঘটই সাঁহি, পর্দা দিয়া ভরম্ কা, তা তো সুঁঝে নাহি। ভুলা ভুলা ক্যা ফিরে সির মে বঁধ্ গয়ি বেল...." সাধু-সন্ন্যাসী এই মন্দিরে সেই মন্দিরে এই তীর্থে সেই তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জীবনে জট বেধে গেছে, তা ছাড়াবার প্রচেষ্টা করছি। "ভুলা ভুলা ক্যা ফিরে, সির মে বঁধ গয়ি বেল, তেরা সাঁই তুঝ্‌মে যো তিল্ মারি তেল। যো চক্‌মক্ মে আভি, তেরা সাঁই তুজমে, জগা সকে তো জাগি।"

এই জাগানোর উপায় যদি আমরা জানতে পারি, তাহলে ভগবান যত নিকট, ততটাই নিকটে পাবো। এই উপায় হলো, সর্বদা তাঁর স্মরণ। সংসারের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে ভগবানকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে, খেতে, শুতে — সর্বদাই তাঁর স্মরণ জাগিয়ে রাখতে হবে। ভগবান এরকমও বলেছেন অর্জুনকে, "মাম্ অনুস্মর যুদ্ধ চ।" অর্জুন তুমি যুদ্ধ কর, কিন্তু সাথে সাথে আমার স্মরণও কর। যুদ্ধ যে এরকম একটা ভয়ানক ঘটনা, তার মধ্যেও স্মরণ করতে বলছেন। জীবনে সেইরকম "Strife, tense & life"-এর মধ্যে থেকেও আমাদের "in constant tune with that infinite" (সেই ভূমার সুরে সুর মিলিয়ে) থাকতে হবে।

এই জন্য মন্ত্রকে বলে "সূত্র"। যেমন আকাশে যদি কিছু ওড়ে আর তার সুতো আমাদের হাতে থাকে; তাহলে আমাদের পাশে নিয়ে আসা যায়। তেমনি আমরা সংসারে থেকেও সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম করব আর সাথে সাথে ভগবানের নামও করব। "হাত মে কাম, মুখমে রাম।" জন্মের আগেও আমরা তাঁর চরণাশ্রিত ছিলাম, এখনও প্রতি মুহূর্তে আমরা তাঁর সাথেই আছি, এবং মৃত্যুর পরও সেই পরমাত্মার সাথেই থাকব।

এই জীবনে, সংসারের সাথে যা যা সম্বন্ধ রচিত হয়েছে — মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র — মৃত্যুর সাথে সাথে সেই সমস্ত সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু ভগবানের সাথে আমাদের eternal (নিত্য) সম্বন্ধ। তাই eternity-কে পেতে গেলে, জানতে গেলে এই finite (সীমাবদ্ধ) জগতে থেকেও infinite-এর (অসীমের) জীবনে বিচরণ করতে হবে। তার জন্য সর্বাপেক্ষা সুলভ সাধন হলো "স্মরণ"। ভগবানের সর্বদা স্মরণ। এই স্মরণের জন্যই মন্ত্রের উপদেশ আছে। তাই সব কাজের মধ্যেও এই মন্ত্র সাধন করতে হবে। "হাত মে কাম, মুখমে রাম"-এর এই তাৎপর্য্য — সবসময় তাঁর স্মরণ। ভগবানও গীতায় বলেছেন—

"সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।"

সংসারে থেকে ভগবানকে যত দূরে মনে হয়, ভগবান তত দূরে নন। তাঁকে অন্তরে জাগাতে হবে। আমরা যদি ঘুমিয়ে থাকি, তাহলে আমাদের অন্তরে ভগবানও নিদ্রিত থাকবেন। আর যদি আমরা জেগে উঠি, তাহলে আমাদের অন্তরে তিনিও জেগে উঠবেন। কারণ তাঁর না আছে জাগরণ, না আছে সুষুপ্তি। আর আমাদের জাগরণও আছে, সুষুপ্তিও আছে। যিনি নিত্য পরমাত্মা — তাঁর দিনও নেই, রাতও নেই। সর্বদাই উজ্জ্বল প্রকাশ সেই "উজিয়ালায়" আমাদের নিজেদের স্থাপন করে রাখতে হবে।

"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।"

যে বিষয়ে আমরা নিদ্রিত (অজ্ঞ) সেই বিষয়ে মুনি-যোগিরা জাগ্রত (জ্ঞানবান)। তাঁরা যে বিষয়ে নিদ্রিত (উদাসীন) সে বিষয়ে আমরা খুব তৎপর। এইটাকে বলে বিপরীত ধর্ম। এইটা মায়ার ধর্ম। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া...." ভগবানের মায়াশক্তি এত দুরত্যয়া, এত কঠিন যে, তাঁকে জেনে, বুঝেও অতিক্রম করতে পারি না। কিন্তু যদি "হরদম হরি সে লগা রহ রে ভাই, বনত্ বনত্ বন যাই...." এই হলো উপায়। তাই শ্রীনাম সাধনের এত মাহাত্ম্য!

"নাম চিন্তামনি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ
নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত অভিন্নত্বা নাম-নামিনাঃ।।"

যেমন সূর্য্য আর তার প্রকাশ, তার আলোর রশ্মি — তেমন নাম আর নামি অভিন্ন, এক।

আমাদের সন্তানের নাম শুনলেই তার সমস্ত মুখশ্রী আমাদের স্মৃতিপটে এসে যায়। কারণ সেই নাম আর চেহারার এমন সম্বন্ধ বানিয়ে নিয়েছি যে, সন্তানের নাম শুনলেই সমস্ত চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেইরকম অনেকের ভগবানের নাম শ্রবণ করা মাত্রই অশ্রু, পুলক, কম্প সমস্ত আবির্ভাব হয়। শরীর এবং মনে — দুইয়েই নামের প্রতিক্রিয়া হয়। এমন শ্রীনামের প্রভাবেই হয়। সেইজন্য শাস্ত্রে বলেছেন, "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি নরমাতারয়েৎ কৃষ্ণনাম।" হেলাতেই কর আর শ্রদ্ধা দিয়েই কর, কৃষ্ণনামের এমনই গুণ এবং মাহাত্ম্য যে নাম করার ফলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপরাশি বিধৌত হয়ে যায়, এইজন্য নামকে বলা হয় চিন্তামণি... "নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ....।" নাম করতে করতে আমরা যা চিন্তা করব সেই চিন্তা সফল হবে। তাই সর্বতোভাবে ভগবানের নামের শরণ নিতে হয়।